আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

আরো একটা মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। প্রখর গ্রীষ্মের এই দাবদাহের প্রেক্ষিতেও জীবনের বহতা ধারায় বয়ে আসুক এক নতুন ক্ষণের ইশারা।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে দেখতে দেখতে নতুন বাংলা বছরের আরো একটা মাস কেটে গেল।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের পত্রিকায় এবার আমরা যোগ করলাম এই গরমে ভালো তথা সুস্থ থাকবার জন্যে বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ । সাধারণভাবে এই পরামর্শ আশা করা যাক আমাদের পাঠকদের উপকারে আসবে। এবাদেও রইল আমাদের নানা নিয়মিত বিভাগ। সব সময়ের মতোই এবারেও আমাদের এই আয়োজন আশা করি পাঠকদের সহযোগিতা পাবে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই হোক একমাত্র কামনা।

সূচিপত্র

আনন্দের জোয়ারে পালিত হল এবারের ঈদ Page 4
শাক্য চৌধুরী

খুশির ঈদ Page 7
মহম্মদ শাজাহান

চলে গেলেন বেলাফন্টে Page 9
সুমন জোসেফ বেকার

স্বাদে গন্ধে দোলা দেওয়া রাজস্থানী লাল মাঁস Page 11
অম্লান চক্রবর্তী

মৃণাল সেনের শতবর্ষ : একটি আলাপচারিতা Page 14
প্রসেনজিৎ মজুমদার

শিক্ষা সমস্যা কি ভারতে অচিরেই প্রবল হয়ে উঠবে Page 17
স্বপন কুমার রায়

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হালহকিকত (প্রথম ভাগ) Page 21
আদিত্য ঠাকুর

হিট ওয়েভে অযথা আতঙ্কিত হবেন না Page 24
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

শুরু হল 'সুর-মূর্ছনা Page 26
নিজস্ব প্রতিবেদন

সময়কে ফিরে দেখার 'জুবিলি' Page 28
শাশ্বতী মজুমদার

এবারের আইপিএল - জিতবে সে-ই যার ধারাবাহিকতা বেশি Page 31
প্রসেনজিৎ মজুমদার

লেখা ১

আনন্দের জোয়ারে পালিত হল এবারের ঈদ

শাক্য চৌধুরী

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ এই বাংলায় হয়ে গেল ঈদ উৎসব । চারিদিকে নানা সমস্যা , তবু এত কিছুর মধ্যেও বাঙালি মেতে ওঠে উৎসবের মরশুম এলেই --- তা সে ঈদই হোক বা দুর্গাপুজো, ক্রিসমাসই হোক বা দোল। বিশেষ করে কলকাতা আর সংলগ্ন এলাকাগুলিতে। এ পারই হোক বা ওপার, গ্রাম বাংলায় কেমন কাটে উৎসবের দিনগুলি এ নিয়ে অনেক প্রতিবেদনই মেলে।কিন্তু কেমন কাটল এবারের ঈদ, আমাদের এই ব্যস্ত মেট্রোপলিস আর মেট্রোপলিস পেরিয়ে দূরের দুনিয়ায় ? এই প্রশ্ন নিয়েই সম্প্রতি বাংলাস্ট্রিট-এর তরফে আমাদের প্রতিনিধিরা কথা বললেন আমাদের আরো কিছু নতুন বন্ধুর সঙ্গে।

‘ঈদ মানেই দেখুন আনন্দের জোয়ার। বাস, লঞ্চ ও ট্রেনের টিকিটের ঝামেলা মিটিয়ে, একদিনের জন্য হলেও পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে যাওয়ার মধ্যে যে কি আনন্দ তা বলে বোঝানো যায় না।’ ফোনে বলছিলেন বাংলাদেশের ছেলে সাবির আহমেদ।কলকাতায় এসেছেন আত্মীয়ের চিকিৎসা করাতে।এবারের ঈদ তার কেটেছে দেশ থেকে দূরে। অ্যানিমেশনের ছাত্র সাবিরের মতে, ‘তারুণ্যের কাছে ঈদের অনুভূতি

একেক রকম। উপভোগ করার পাশাপাশি সকলের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়াটাই বড়ো কথা।'

আবার বাংলাদেশের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সৌমায়া বলেন, 'আমার কাছে ঈদ মানেই হল গ্রামে ছুটে আসা, গ্রামের আপন পরিবেশে আপন মানুষদের সঙ্গে আড্ডা। এবারের ঈদটা আমার জন্যে ব্যতিক্রম ছিল। প্রায় তিন বছর পর এত আনন্দের একটা ঈদ পালন করলাম। ২০২০-২১ করোনার কারণে গ্রামে আসা হয়নি, আবার ২০২২ সালেও নানান সমস্যার কারণে সেটা হয়নি। এবার বই খাতা ব্যাগ গুছিয়ে চলে এলাম গ্রামে। বাড়ির পুকুরে মাছ ধরা, আপনজনদের বাড়িতে গিয়ে উপহারসামগ্রী দেওয়া-নেওয়ার মজাই আলাদা।' তিনি বলেন, এবারের চাঁদ রাত আর ঈদের দিন দুটোই চমৎকার কাটল। শেষ রোজায় এবার বৃষ্টি হলেও বেশ আরামে গিয়েছে কারণ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঝুম বৃষ্টি দেখে মনে হল এই বুঝি আমাদের সব পাপ ধুয়ে গেল। চাঁদ রাতে সন্ধ্যার পর ঘুরতে যাওয়া, মেহেদী দেওয়া, খুনাফা, ফিরনি, জর্দা ইত্যাদি বানানোর মধ্যে দিয়ে মজায় গেল। ভেবেছিলাম ঈদের দিন বুঝি বৃষ্টি হবে আর ছবি তোলার মজাটা মাটি হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হল না । ঈদের দিন বরাবরের মতোই গ্রামে এলে খুব ভোরে উঠে যাই, তৈরি হই সুন্দর এই দিনটির জন্য। অপেক্ষা করি কখন ঈদের জামায়াত শেষ হবে আর সবাইকে সালাম করে সালামিটা আদায় করব। তারপর একে একে আত্মীয়স্বজনদের সবার আসা-যাওয়া , তাদের আপ্যায়ন করা এইগুলোই সেরা। বিকেল পড়ে এলে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া ,ভরপেট খাওয়াদাওয়া আর সালামি নিয়ে ভাগাভাগি, রাতে সপরিবারে বাইরে ডিনার করা ... জমজমাট একটা ঈদ কাটালাম।'

সৌমায়ার বন্ধু রক্তিম ইসলাম বলেন, 'পবিত্র শাওয়াল মাসের পহেলা দিন মুসলিম উম্মাহ উদযাপন করে ঈদ-উল-ফিতর। এক মাস সিয়াম সাধনার পর দিনটি রোজাদারদের জন্য আনন্দের উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে। আমার এবারের ঈদের দিন শুরু হয়েছে ফজর সালাত আদায় দিয়ে। সালাত আদায়ের পর পদ্মার পাড়ে কিছু সময় হাঁটার পর বাড়ি ফিরে ঈদের সালাত আদায়ের জন্য যথাসাধ্য পোশাক পরিধান করলাম। রাসূল (সাঃ) সুন্নাহ মোতাবেক হালকা মিষ্টিজাতীয় খাবার খেয়ে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঈদগাহের অভিমুখে রওনা হলাম। সালাত আদায়ের পর সবার সঙ্গে কোলাকুলি, ফটোসেশনে কিছু সময় গেল। ফিরে বাবা,মা ভাইয়া,আপুর থেকে ঈদের সালামি পেলাম। তারপর বন্ধুরা মিলে মাদারীপুরের লেক পার্কে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরা । বাসায় এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুম উঠে দেখি সকাল হয়ে

গিয়েছে।’ তার মতে, ‘ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ-উল-ফিতর সবার জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। ঈদ মূলত পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার সাথে এক হওয়ার উৎসব। বরাবরই ঈদ নিয়ে আমার প্রচন্ড আগ্রহ কাজ করে। তবে এবারের ঈদটা প্রতিবারের চেয়ে একটু অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম ঈদ। হোস্টেল থেকে নিজের বাসায় অতিথি হয়ে ঈদ করতে আসা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মায়ের রান্না করা খাবার খেয়েই শুরু হয় আমার ঈদের দিন। এরপর নতুন জামাকাপড় পরা,পরিবারের সবার সঙ্গে সারাদিন কাটানো, বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে বের হওয়া,আনন্দ হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল ঈদের দিনটা। এতদিন ধরে এত উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করা দিনটি যেন চোখের পলকেই চলে গেল।

সবাইকে ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা। সকলের ঈদের দিনসহ বছরের প্রত্যেকটি দিন ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় ঈদ মোবারক।’

লেখা ২

খুশির ঈদ

মহম্মদ শাজাহান

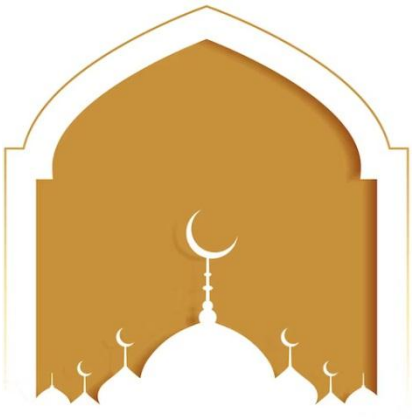

কেটে গেল ঈদ। এই ঈদ উৎসবের শুরু নিয়ে, বা কেন এই উৎসব ইত্যাদি নিয়ে আমাদের অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন আছে । এই লেখায় আমরা চেষ্টা করব সেই প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করতে।

সব জাতি, সব দেশেই সুনির্দিষ্ট কিছু উৎসব আছে। প্রাচীন কালে আরবে নওরোজ ও মেহেরজান নামের দুটি উৎসব ছিল। এর পর শুরু হয় ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। হিসাব মতো এক মাস সিয়াম সাধনার পর পহেলা শাওয়াল পালন করা হয় ঈদুল ফিতর। আর ১০ জিলহজ পালন করা হয় ঈদুল আজহা। কেউ কেউ জানতে চান ঈদ শব্দটির উৎপত্তি নিয়েও। হিসাব মতো, ঈদ শব্দটি আরবি।এর অর্থ খুশি, আনন্দ, অনুষ্ঠান, উৎসব, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। শব্দের মূল রূপ হল আওদ, যার অর্থ ফিরে আসা। (আনওয়ারুল মিশকাত : ৩/৬০৫) ঈদ বলা হয় এমন সময়কে, যে সময় আনন্দ ও দুঃখ ফিরে আসে।

ঈদ এমন দিনকে বলা হয়, যখন লোকজনের সমাগম হয় বা কোনো সম্মানিত ব্যক্তি অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনার স্মৃতিচারণা করা হয়। ঈদ নাম দেবার কারণ হল, তা প্রত্যেক বছরে ফিরে আসে, আর তার মূল রূপ হল আওদ, যার অর্থ ফিরে আসা। পণ্ডিতেরা বলেন যে, মদিনায় প্রথম ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়া হয় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ বা ৩১ মার্চ। তখনকার ঈদে বর্তমান ঈদের মতো নতুন জামাকাপড়, কেনাকাটার ধুমধাম ছিল না। তবে আনন্দ-খুশি কম হত না। মূলত পুরো এক মাস রোজা রাখা ও তারাবি পড়ার পর ঈদের দিন আল্লাহ রোজাদারদের মেহনতের সওয়াব ও পুরস্কার দান করেন বলেই এই প্রথায় বলা হয়।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিনকে পবিত্র ঈদুল ফিতর বলা হয়। মাসব্যাপী রোজা রাখার পর ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আনন্দের দিন এটি। প্রতি বছর ঈদ ইসলামে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। মাসব্যাপী রোজা পালনের পর পবিত্র শাওয়াল মাসের প্রথম দিন জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে ঈদ উদযাপিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ঈদের এ আনন্দে একাকার। ঈদ উৎসবের মূল উপজীব্য হচ্ছে 'মানুষ' । ঈদ হচ্ছে ইসলামি জীবন-দর্শনের সফলতার সম্মিলন। কারণ ঈদ উৎসবের মূলে রয়েছে আত্মার পরিশুদ্ধি এবং চরিত্রিক উন্নতির বার্তা। আর এ উৎসবের মাধ্যমেই মানুষে মানুষে ওই শুভ সংবাদ এবং ভালোবাসা পরস্পর ভাগাভাগি করে নেয়। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে আনন্দে ধনী-গরিব আজ এক কাতারে শামিল। ঈদ তাই মানব প্রেমে ঝলসে ওঠার অনন্য অঙ্গীকার। রমজানের মাসব্যাপী সিয়াম সাধনায় মানুষের মন হয়ে ওঠে উদার, সহমর্মিতাপূর্ণ ও আল্লাহর প্রেমের রঙিন। রমজান মাসে যারা প্রবৃত্তির প্ররোচনাকে দমন করে বিবেকের শক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছে, ঈদের দিন মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। এজন্য রোজাদারদের জন্য ঈদের এ দিনটি বিরাট এক প্রাপ্তির দিন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদকে মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন- 'প্রত্যেক জাতির নিজস্ব উৎসব রয়েছে। আর এটি হচ্ছে (ঈদুল ফিতর) আমাদের উৎসব' । রোজা রাখার কষ্টের পর মানুষের মনের সজীবতা ও কোমলতা অটুট রাখার মাধ্যমও হচ্ছে এ ঈদ। তাইতো রমজানের রোজা শেষে খুশির উৎসব পালিত হয়। প্রতি বছর রমজানের রোজা রাখার পর মুসলিম উম্মাহর জন্য সাম্যের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয় ঈদুল ফিতর । ঈদের নামাজে একত্রিত হয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

মুসলমানের এ ঈদগাহে থাকে না কোনো ভেদ-বিদ্বেষ, উঁচু-নিচু। সবাই একই সমতল ভূমিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর সামনে প্রার্থনা করেন। কামনা করেন কল্যাণ ও শান্তির। যেখানে কোনো উঁচু-নিচু মান-মর্যাদার বালাই থাকে না। কেউ আনন্দ-উৎসব, মান-সম্মান ও মর্যাদা থেকে বাদ যায় না। কেউ পিছু হটে না। এ যেন সাম্যের এক অর্পূব দৃশ্যের অবতারণা হয় ঈদগাহে। তাইতো দুনিয়ার এ ঈদগাহ হয়ে ওঠে সামাজিক মিলন মেলার শ্রেষ্ঠ আসর।

চলে গেলেন বেলাফন্টে

সুমন জোসেফ বেকার

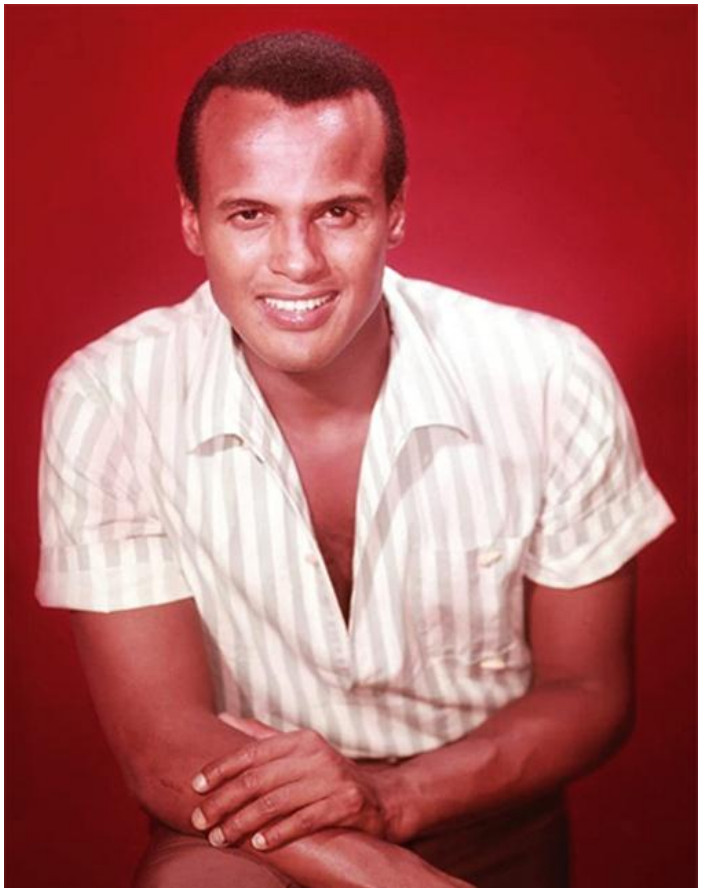

না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী হ্যারি বেলাফন্টে। ম্যানহাটনের আপার ওয়েস্ট সাইডে নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন সর্বকালের অন্যতম সফল এই ক্যারিবিয়ান-আমেরিকান গায়ক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। জামাইকান ফেয়ারওয়েলে' র স্রষ্টার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তার গুণমুগ্ধ সারা পৃথিবী।

বেলাফন্টে যে কেবল সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন তাই নয়, গানের পাশাপাশি তিনি অভিনয়ও করেছেন, অংশ নিয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অধিকারের জন্য প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, লড়াইয়ে। আমেরিকার মতো একটি দী বর্ণবৈষম্যের নাগপাশ ছিন্ন করতে নিজের গানকেই করেছেন হাতিয়ার।

১৯২৭ সালের ১ মার্চ ম্যানহাটনে এক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অভিবাসী পরিবারে জন্ম হ্যারল্ড জর্জ বেলাফন্টে জুনিয়র ওরফে হ্যারি বেলাফন্টের । জ্যামাইকান লোকগানের সঙ্গে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ক্যালিপসোর স্টাইলের মিশ্রণ ঘটিয়ে সঙ্গীত জগতে

এনেছিলেন বিপ্লব। পল রবসন এবং মার্টিন লুথার কিং-এর ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা বেলাফন্টে উপহার দিয়েছেন 'ডে-ও', 'জাম্প ইন দ্য লাইন', 'জামাইকান ফেয়ারওয়েল' সহ একাধিক কালজয়ী অ্যালবাম। এছাড়াও তিনি অভিনয় করেছেন 'কারমেন জোনস' (১৯৫৪), 'আইল্যান্ড ইন দ্য সান' (১৯৫৭), এবং 'ওডস এগেইনস্ট টুমরো' (১৯৫৯) সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে।

১৯৫৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল বেলাফন্টের অ্যালবাম ক্যালিপসো। টানা ৩১ সপ্তাহ ধরে বিলবোর্ড চার্টের শীর্ষস্থানে জ্বলজ্বল করছিল এই অ্যালবাম। ইতিহাস মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করছে আজ তাঁর স্মৃতিতে । বিশ্ববাসীর হৃদিয়ে বেলাফন্টে এমন একটি নাম হয়ে রয়ে গেলেন যাঁর প্রয়াণ নেই । তিনি অমর হয়ে রয়ে যাবেন আমাদের মনের মণিকোঠায়।

লেখা ৪

স্বাদে গন্ধে দোলা দেওয়া রাজস্থানী লাল মাঁস

অম্লান চক্রবর্তী

লাল মাঁস। রাজস্থানের আমিশাষীদের জাতীয় খাদ্য। নাম শুনেই রং কী হতে পারে বোঝা যাচ্ছে। তবে শুধু রং নয়, বর্ণে গন্ধে স্বাদে হৃদয়ে দোলাই দেয়। আর এই লালের আদর শুধুমাত্র একটি বিশেষ লঙ্কাই দিতে পারে। তার নাম মাথানিয়া মির্চ। যোধপুরের কাছাকাছি গ্রাম মাথানিয়া। সেখানে এই লঙ্কার চাষ হয়। লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চি, ব্যাস প্রায় দেড় ইঞ্চি। স্বাদে ঝাল নয়। মাথানিয়া মির্চ ছাড়া লাল মাঁস রান্না করা যায় না। কাশ্মীরি লঙ্কার টেক্সচার আলাদা। এই রং আমাদের বাংলার স্বকীয় শুকনো লঙ্কা দিতে পারে, কিন্তু যে পরিমান শুকনো লঙ্কা প্রয়োজন, তা খাওয়ার পর আমাকে গালাগাল করবেন না। অতএব মাথানিয়া মির্চ। মা-থা-নি-য়া-মি-র্চ। গত বছরের শেষে সোলো ট্রিপে গেছিলাম, পশ্চিম রাজস্থান। একা ভ্রমনের মজা হল, নিজের মতো পরিকল্পনা করা যায়। সময় দেওয়া নেওয়ায় কারও মুখাপেক্ষী থাকতে হয়না। আমি যোধপুরে চার-পাঁচটা দোকানে লাল মাঁস খাই। তারপর একটি দোকানে ঢুকে রেসিপিটা শিখি। সহজতম রান্না। প্রথমে এক কিলো মাটন (আমি সামনের রাং এবং গর্দান নিই) পাঁচ

চামচ রসুনবাটা, তিন চামচ আদাবাটা এবং নুন দিয়ে অন্তত চার ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখলাম।

ম্যারিনেশান চলাকালীন আমার মাথানিয়া কেনার গল্প বলি। আগেই বলেছি, একা বেড়াতে ভালোবাসি। কারণ, পুরোটাই নিজের হাতে থাকে। যেমন, এই ট্রিপে একটা সন্ধ্যে গল্প করলাম বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শিবজী জোশী জির সঙ্গে। জোশী স্যার আমাকে মাথানিয়া মির্চের ধরণ বলেন। ফেব্রুয়ারীতে লঙ্কা তোলা হয়। ওঁর ছবিও আছে সেখানে। তবে ডিসেম্বরে গিয়ে লাভ নেই। আমি যোধপুরে ঘন্টাঘর বাজারে গিয়ে কিছুটা মাথানিয়া মির্চ কিনে নিলাম। কলকাতায় ফিরে মাস খানেক রোদে শুকিয়ে শুকনো লঙ্কা বানালাম।

ম্যারিনেশান চলাকালীন, এই শুকনো লঙ্কাগুলিকে গরম জলে ঘন্টা দেড়েক ভিজিয়ে শিলে বেটে নিলাম। আমি শিলে বাটা মসলা ছাড়া রাঁধিনা। বাটা লঙ্কার সঙ্গে কেউ রসুনও দেন। আমি দিইনি। এবার কড়াইয়ে গাওয়া ঘি দিলাম। গোটা মশলা (১টা বড় এলাচ, চারটে ছোট এলাচ, আটটা লবঙ্গ, কুড়িটা গোলমরিচ) ফোড়ন দিলাম। চিটির-পিটির শব্দ থামতেই জুলিয়ান কাট পেঁয়াজকুচি (চারটে লাল পেঁয়াজ, তবে সাদা পেঁয়াজ পুষ্টিগুনের জন্য দিতেও পারেন) কড়াইয়ে ফেলে কষাতে লাগলাম। খুব লাল করার দরকার নেই। হালকা লাল হতেই মাংস দিয়ে কষাতে লাগলাম। একটু উপরের দিকে আঁচ ছিল। ঢাকা দিয়ে কষানো পছন্দ করি না। ওতে মাংস ঘেমে যায়। যতক্ষণ মাংস কষাচ্ছি, একটা গল্প বলি। লাল মাঁস ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খাবার। রাজপুতরা যুদ্ধে যাওয়ার সময় সঙ্গে ঘি, শুকনো মশলা, রসুন, আদা আর প্রচুর পরিমাণে মাথানিয়া মির্চ রাখতেন। কাজ ছিল ভেড়া জবাই করা। আর রান্না। অর্থাৎ এই মাংস আদি অনন্তকাল ধরে পুরুষরাই রাঁধতেন। এবং পেঁয়াজ ছাড়াও এই মাংস অনেকেই রাঁধেন। সেই যুগে পেঁয়াজ সঙ্গে থাকলেও যুদ্ধের প্রথম কয়েক দিনের পর অপ্রতুল হয়ে উঠত।

ফিরে আসি রান্নায়। মাংস জল ছেড়ে আবার শুকনো হতে চলেছে, এই সময় মাথানিয়া মির্চ বাটা যোগ করলাম। ভালো করে নাড়ালাম। প্রত্যেকটি মাংসের সঙ্গে যেন লঙ্কাবাটা লেগে যায়। মাঝারি ফ্লেমে গ্যাস রেখে নাড়ালাম। যখন বাটা লঙ্কার গুঁড়োও শুকনো হয়ে থকথকে গ্রেভির জন্ম দিচ্ছে এবং লঙ্কার কার্বোহাইড্রেট ঘিয়ের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসায় বেশ ক্যারামানাইজড গন্ধ ছাড়ছে তখন কড়াইয়ে ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিট অল্প আঁচে রাখলাম।

এই পাঁচ মিনিটে ১০০ গ্রাম দই ফেটিয়ে তাতে চার চামচ সর্ষের তেল যোগ করলাম। এটা স্বাদ ও টেক্সচারের জন্য। তার সঙ্গে আধ চামচ জিরের গুঁড়ো, এক চামচ ধনের গুঁড়ো আর এক যে কোনও লাল লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে নিলাম। উদ্দেশ্য, দইয়ের রংটা লাল করে দেওয়া। নচেৎ ঝোলের টেক্সচার নষ্ট হবে।

ঢাকা খুলে এই মিশ্রণটা কড়াইয়ে যোগ করলাম। তারপর নাড়িয়ে, ঢাকা দিলাম। কম আঁচে চল্লিশ মিনিট। নুন দেখে, একটু ঝোল ছেড়ে নামিয়ে দিলাম।

<u>পরিশেষে</u>

✔ আলু দেবেননা। লাল মাঁসে আলু দেওয়া হয় না।
✔ মাখানিয়া মির্চ ছাড়া রান্নাটা করবেননা। বাংলার লঙ্কা হলে ঝালে মরে যাবেন। কাশ্মীরি লঙ্কায় এই রং আসবেনা।
✔ ঝালটা গোলমরিচের হবে। চাইলে একটু সাধারণ লাল লঙ্কা দিতে পারেন।
✔ রান্নাটা পরদিন খাবেন। একটা রাত একটু মাংস, ঘি আর মাখানিয়া মির্চ প্রেম করুক না। বেটার লাগবে।

লেখা ৫

মৃণাল সেনের শতবর্ষ : একটি আলাপচারিতা

প্রসেনজিৎ মজুমদার

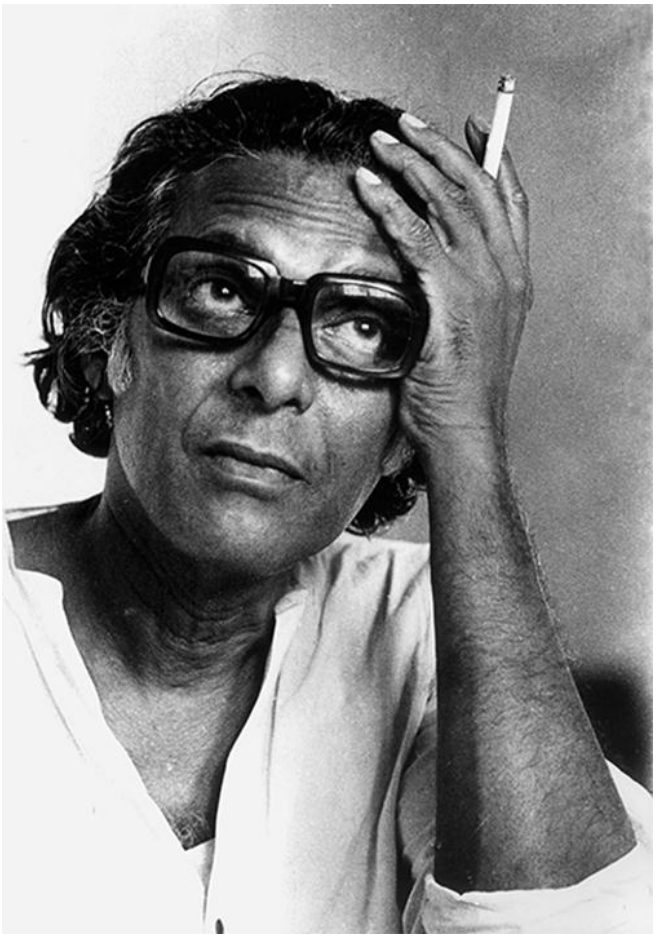

সেটা বোধহয় মৃণাল সেনের ছবি ‘অন্তরীন’ হবার আগে। আমি ও আমার বন্ধু তমাল দাশগুপ্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি তাঁর বাড়িতে । ১৯৯৪ সাল। আমি তখন ফ্রীল্যান্স সাংবাদিকতা এবং তথ্যচিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। আর তমাল মূলত তথ্যচিত্র পরিচালক ও চলচ্চিত্র গবেষক। তমাল আজন্ম সিপিএম। আর আমি একটু সমাজতন্ত্র ঘেঁষা হলেও মূলত মধ্যপন্থী। জাতীয়তাবাদী। এককালের ছাত্র পরিষদকর্মীও বটে। মৃণাল সেন তখন সিপিএমের টিকিটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য। এইটা বলতেই হল এই কারনেই যে মৃণাল সেনের রাজনৈতিক মতাদর্শর প্রভাব তার ছবিতে বারবার পড়ত। ফলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে শুধু ওঁর ছবি নিয়ে আলোচনাটাই শেষ কথা হত না বোধহয়। শুরুতেই মৃনাল সেন তমালকে বললেন ‘তোমার হয়ে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কি সুন্দর ভয়েস !’ ঘটনাচক্রে সেই মেয়েটি তমালের বর্তমানে প্রাক্তন স্ত্রী শান্তা। সে তখনও তমালের স্ত্রী হয়নি।

সে যাই হোক কথা হচ্ছিল চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে। ওঁর নিজের ছবি নিয়েও। বললেন ‘মানিকবাবুর ছবি আমাকে আর তেমন টানে না। ওঁর ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাডিশানাল ন্যারেটিভ যেন বড় বেশি হলিউডগন্ধী।’ কথা প্রসঙ্গে উঠে এল বাংলার নবজাগরণ। দেখলাম উনি তাকে রেনেসাঁ বলতে রাজি নন। তাঁর মতে ওটা ‘ কলোনিয়াল লিগাসি’ র বক্তব্য। উদারপন্থী বুর্জোয়ারা মনে করেন ব্রিটিশরাই ভারতে নবজাগরণ আনতে সাহায্য করেছিল। যেটা বামপন্থী ঐতিহাসিকরা মনে করেন না। চলচ্চিত্রের দর্শক নিয়ে তরুণ মজুমদারের বিপ্রতীপেই উনি অবস্থান করেছেন বরাবর। স্বীকারও করলেন সেকথা। বললেন ‘আমার প্রথম ছবি ‘নীল আকাশের নীচে'র জন্য আমাকে অনেক টালিগঞ্জীয় সমঝোতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল যা আমার চরিত্রবিরোধীও বটে।’ ওঁকে মনে করিয়ে দেওয়া গেল ওঁর প্রথম ছবির নাম ‘রাতভোর’ (১৯৫৪) যে ছবির নায়কের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার। মুহূর্তের মধ্যেই মৃনালবাবু আঁৎকে উঠে বললেন ‘ওটা আমার ছবি নয়’ আবার মনে করিয়ে দেওয়া গেল এই ছবির ক্যামেরা করেছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং রেকর্ড বলছে এই দর্শক আনুকূল্য না পাওয়া ছবিটির পরিচালকের নাম মৃণাল সেন। উত্তেজিত মৃণাল এবার বললেন ‘আমার ছবি বলে এটা স্বীকার করি না।’ যাকগে বিতর্ক বাড়িয়ে কাজ নেই। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে উনি বললেন বাইশে শ্রাবণ থেকেই উনি আস্তেআস্তে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। কথাবার্তার মাঝেই অংশগ্রহণ করছিলেন ওঁর সহধর্মিণী গীতা সেন। মৃণালবাবু আরও জানিয়েছিলেন ‘প্রতিনিধি' নামে একটি মূলধারার ছবির কথা যাতে উনি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। আড্ডার মাঝখানে উনি যখন জানতে পারলেন আমি একজন সাংবাদিক তখন মাঝেমধ্যে কিঞ্চিত মতপার্থক্য যে হল না তা বলি কী করে। বন্ধু তমাল অবশ্য খুব সুন্দর ভাবে ম্যানেজ করল সবকিছু।

যাইহোক ‘আকাশকুসুম ‘ ছবিকে খুব বেশি নম্বর না দিলেও মৃণালবাবু দিলেন তার পরবর্তী ছবি ‘ভুবনসোম’ , ‘ইন্টারভিউ ‘ ,‘কোরাস’ , ‘কলকাতা৭১ ’ কে। পরবর্তীকালের ‘খারিজ’ ,’একদিন প্রতিদিন ‘ , ‘আকালেরসন্ধানে', ‘জেনেসিস', ‘মহাপৃথিবী ‘ ছবির কথা এল। আলোচনার পর ঢুকলেন ‘অন্তরীণ ‘ ছবির প্রসঙ্গে। ‘অন্তরীণ ‘ ছবিতে ডিম্পল কাপাডিয়ার একাকীত্ব,অঞ্জনদত্তের অভিনয়,ডিম্পলকে প্রয়োগ ইত্যাদি বহু বিষয়ে কথা হল। চলচ্চিত্রের আলোচনার পর উঠল রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। দেখা গেল উনি বিপ্লববাদের সমর্থক। আজ এই সময় হলে ওঁকে ‘আরবান নকশাল ‘ নাম দিয়ে কিছু করা হত কিনা কে জানে ! উঠল ‘মৃগয়া'র প্রসঙ্গ। তখন মিঠুন চক্রবর্তী সিপিএম অর্থাৎ বিপ্লবী।মিঠুন মমতার অনবদ্য অভিনয়, মেকআপ আর্টিস্ট দেবী হালদারের অসাধারণ মেকআপের প্রশংসাও করলেন। ওঁর অধিকাংশ ছবিই যে

রাজনৈতিক দর্শন ও আঙ্গিকনির্ভর এটা মেনেও নিলেন। সাধারণ দর্শকের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না পরিচালকের ---- জানতে চেয়েছিলাম। মৃণাল সেন যা বললেন তাতে বোঝা গেল ওঁর ছবির নিজস্ব দর্শক আছেন। তাঁরাই তাঁর ছবি দেখে এসেছেন। এইখানেই তাঁর সঙ্গে তরুণ মজুমদার বা তপন সিংহের পার্থক্য –সেটা উনি নিজেই বললেন। তবে আত্মসমালোচনাও করেছিলেন। ওঁর 'পুনশ্চ ' ছবির কথা বললেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে মৃণালসেন একজন মহীরুহ সন্দেহ নেই তবে তাঁরছবিগুলি কি আর একটু দর্শকমুখী করা যেত না ? যিনি 'নীল আকাশের নীচে ' বানাতে পারেন তিনি কি গুগাবাবা-র মতো ছবি বানাতে পারতেন না ? মৃণালবাবু বলেছিলেন 'ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে ' আমার সিরিয়াল 'কভিদূর কভিপাস 'দেখেছ ? এর বেশি কমপ্রোমাইজ করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদেরও বলি ছবি করতে হলে কখনও আপস কোরো না।' আজ ছবি করতে এসে প্রডিউসারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মৃণাল সেনের কথাই মনে হচ্ছে। মৃণাল সেনের শতবর্ষে তাঁকে নমস্কার জানাই।

লেখা ৬

শিক্ষা সমস্যা কি ভারতে অচিরেই প্রবল হয়ে উঠবে

স্বপন কুমার রায়

ভারতের ১১৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আজ যত দিন যাচ্ছে বিকাশের পথে হাঁটছে তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ প্রতিদিন দেশের প্রত্যেকটি কোণে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উঠে আসা। কিন্তু তারপরেও সমস্যা হল আমাদের দেশের তরুণরা, যাঁরা স্নাতক হচ্ছেন, তাঁদের স্কিলের সীমাবদ্ধতা বা স্কিল না থাকা। এর ফলে যে সম্ভাব্য উন্নতির পথে দেশ এগিয়ে যেতে পারত তার থেকে আমরা প্রতিনিয়ত পিছিয়ে পড়ছি। এই অবস্থায় যেকোনো প্রকারে একটি চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যে আজকের তরুণ প্রজন্ম যেভাবেই হোক একটি বা দুটি ডিগ্রি অর্জন করে নেবার জন্য দলে দলে ভিড় জমাচ্ছেন ছোটো ছোটো অ্যাপার্টমেন্ট বা বাজারের মতো ঘিঞ্জি এলাকাতেও ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এই বা ওই কলেজে, যাদের না আছে শিক্ষার্থীদের প্রতি যথার্থ দায়িত্ববোধ, না আছে দেশের প্রতি যথার্থ দায়িত্ববোধ। যেকোনো ব্যস্ত হাইওয়েতে আসুন, আপনার চোখে পড়বে বিশাল বিশাল সব বিলবোর্ড, যেখানে জ্বলজ্বল করছে অজস্র প্রতিষ্ঠানের নাম, যারা প্রতিমুহূর্তে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে শিক্ষান্তে দারুন একটি চাকরির। বলতে কী এ এক বিচিত্র ধাঁধা।

আমাদের টপ ক্লাস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট থেকেই তো অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেটের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফট করপোরেশনের সত্য নাদেলার মতো গ্লোবাল বিজনেস চিফেরা বেরিয়েছেন এটা যেমন ঘটনা তেমনি খোদ ব্লুমবার্গের

নেওয়া দু ডজনের বেশি ছাত্র আর এক্সপার্টদের সাক্ষাৎকার থেকেই জানা যাচ্ছে এইসব ছোটো ছোটো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোয় না হয় রেগুলার ক্লাস না আছেন জরুরি ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ শিক্ষক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাক্রম পিছিয়ে পড়া। এমন কি যথাযথ প্রাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স অর্জনের ব্যবস্থা বা জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা অব্দি প্রতিশ্রুতি মতো মেলে না এইসব প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে। অথচ সারা পৃথিবীর দিকে তাকান, চোখে পড়বে সেই সব ডিগ্রিরই রমরমা যা তার মূল্যের সঙ্গে যথার্থ তাল রাখতে পারে। অথচ এটা তো ঘটনা যে, ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে সব থেকে বেশি এবং অন্যদিকে এ দেশের সরকার নিয়ম করে একটাই তথ্যের দিকে আমাদের নজর ফেরাবার চেষ্টা করেন যে ভারত হল এমন একটি দেশ যার সম্পদ তরুণ জনসংখ্যা। এ তথ্য যত সত্যই হোক বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অচিরেই দেখা যাবে দেশের অর্ধেকের বেশি তরুণ স্নাতকই যথাযথ কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছেন যার মূল কারণ কিন্তু নিহিত রয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই। এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে খোদ হুইবক্সের মতো আন্তর্জাতিক ট্যালেন্ট অ্যাসেসমেন্টের দেওয়া হিসেব থেকে। অধিকাংশ বাণিজ্যিক সংস্থা বলেন আমাদের দেশের মূল সমস্যা হল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মিশ্র মান। এর ফলে ভারত যতই বর্তমানে ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং মেজর ইকনমি হোক না কেন আমাদের বেকার সংখ্যা কিন্তু ৭% এরও বেশি। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মোদির পক্ষে এই শিক্ষা সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা কারণ তিনি চিন্তা করছেন এমনকি চীনের মতো দেশ থেকেও থেকেও কীভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা যায়। যেহেতু তাঁর ক্যাম্পেনিং-এ এ বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ফলে ২০১৪ এর নির্বাচনে বিরোধীদের একটা বড়ো হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে এই ইস্যুও। ‘আমাদের কাছে এখন অন্যতম সমস্যা শিল্পে জরুরি দক্ষতার প্রসার , বাজারে যা খুব সহজলভ্য নয়' বলেছেন এমজি মোটরের হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের প্রধান যশবিন্দর পটেল।

অন্যতম জনবহুল মেট্রোপলিস ভোপালের মতো শহরের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় এ দেশের এডুকেশন বুমের বিষয়টা। যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই সেখানে বিশাল বিশাল বিলবোর্ডে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তরুণ প্রজন্মকে ডিগ্রি ও চাকরির লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। ' আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়মিত ক্লাস আর শিক্ষাশেষে চাকরি' বলা হচ্ছে এইসব বিলবোর্ডে। এরকম প্রতিশ্রুতির সোনালি হাতছানি এড়ানো তরুণ প্রজন্মের পক্ষে আজ কেন, কোনো সময়ই সম্ভব ছিল না, আর আজ তো স্বভাবতই অসম্ভব।

এককালে ডিগ্রি অর্জন কেবল ধনীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল বটে, কিন্তু আজ মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত একাংশের কাছেও তা আর অধরা নয়। ব্লুমবার্গের মতো সংস্থাগুলির রিপোর্ট থেকেও এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরা যাক ভোপালের ছেলে তন্ময় মন্ডলের (২৫)কথাই। তন্ময় তার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাচেলর ডিগ্রির জন্য প্রায় চার হাজার ডলার খরচ করতেও পিছপা হননি। কারণ তিনি জানতেন ডিগ্রি না থাকলে স্বপ্নের ভবিষ্যৎ তার কাছে অধরাই থেকে যাবে আজীবন। এজন্যে তার নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে দুঃসাধ্য হলেও তিনি এই লড়াইতে পিছিয়ে যাননি। মন্ডল জানান এইরকম পরিস্থিতিতে কোর্সের সমস্ত খরচ মিটিয়েও কিন্তু যথাযথ টেকনিক্যাল শিক্ষা খুব সহজ ছিল না কারণ সেখানে শিক্ষকদেরই সব বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ ছিল না। ফলে জব ইন্টারভিউতে প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতে না পারায় তাকে তিন বছর বসে থাকতে হয়েছিল। 'যদি আরেকটু ভালো কলেজে সুযোগ পেতাম তাহলে চাকরি পাওয়াটা এত কঠিন হত না ' বলেছেন তন্ময়। জানিয়েছেন তার ব্যাচের অন্যদের কথাও যাঁরা এখনো চাকরি পাননি। এই ধাক্কায় দমে না গিয়ে মন্ডল অন্য একটি সংস্থায় মাস্টার ডিগ্রির জন্য ভর্তি হয়ে শেষমেষ প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পেয়েছেন। ভোপালে এরকম সিভিল সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারিং আর ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাসংস্থা এখন অলিতে গলিতে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে আসেন প্রাথমিক পর্যায়ে বিফল হয়ে আরো বেশি দক্ষতা অর্জনের জন্য কারণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়া পেশা জীবনে সাফল্য অসম্ভবেরই নামান্তর মাত্র। ভোপালে এরকমই একটি সংস্থা আজ সংবাদের শিরোনামে। ২০১৯-এ সুপ্রিম কোর্ট মধ্যভারতের বিখ্যাত ভোপাল বেসড আরপিডিএফ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারকে দীর্ঘদিন ধরে জাল রোগীর ব্যবস্থা করে নিজেদের মেডিকেল কলেজ স্বীকৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য অভিযুক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে কলেজ অবশ্য দাবি করেছিল তাদের রোগীরা জাল নয় , কিন্তু পরে অভিযোগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিচারের রায় তাদের বিরুদ্ধে যায়। গত বছর মে মাসে এই খ্যাতনামা গ্রুপের আরেকটি সংস্থা জাল ডিগ্রি দেবার জন্য অভিযুক্ত হয়।এই গ্রুপের সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হায়দ্রাবাদে গ্রেপ্তার হন। তবুও এই গ্রুপের অন্যান্য সংস্থায় ছাত্রছাত্রী ভিড় লেগেই থাকে। ভোপালে এরকম আরেকটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জানাচ্ছেন যে তাদের কলেজে ভর্তি হবার ভিড় লেগেই থাকে এবং ক্লাস না করলেও ডিগ্রি পেতে কোনোরকম সমস্যা হয় না।

হিসেব বলছে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ ২০২০ তে ছিল ১১৭ বিলিয়ন যা ২০২৫ এ বেড়ে দাঁড়াবে ২২৫ বিলিয়নে। দেশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাবলিক স্পেন্ডিং জিডিপির নিরিখে

২.৯ শতাংশে দাঁড়িয়ে আছে, যা কিনা সরকারের নতুন শিক্ষানীতি পরিপন্থী। এর পিছনে মূল কারণ অনেকের মতে দেশে এইসব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষা নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলা হয়। সারা ভারতে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা এমনকি অনশনেও শামিল হয়েছেন ঠিকমতো ক্লাস এবং সংশ্লিষ্ট দাবিতে। ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্টের তরফে জানা যাচ্ছে সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশের মানব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাদের অভিযোগ বহু প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টের প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা পূরণ করা হয় না।২০১৭-এ পূর্ব ভারতের উড়িষ্যায় এরকম একটি সংস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। ২০১৮-র একটি রিপোর্ট বলছে ১৬০০০ কলেজ সে বছর শিক্ষক শিক্ষণ ডিগ্রি দিয়েছিল, আদতে যার মধ্যে সিংহভাগই কেবল নামেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এসব ডিগ্রির বাস্তবে কোনো মূল্যই নেই। এস এইচ এল-এর একটি রিপোর্ট বলছে, দেশে নতুন প্রজন্মে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে মাত্র ৩.৮ শতাংশের সেই দক্ষতা আছে যা কিনা যে কোনো স্টার্ট আপ কোম্পানির জন্য জরুরি। ইনফোসিস লিমিটেডের প্রাক্তন চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার ও বেসরকারি ইকুইটি ফার্ম অরেঞ্জ ক্যাপিটালের সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং বোর্ড সদস্য মোহনদাস পাইয়ের মতে দেশে আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে যে স্নাতকরা আসেন তাদের ট্রেনিংয়ের পিছনে সংস্থাকে নতুন করে ফের খরচ করতে হয় একটা বড়ো অংক। এঁরা যাকে ইন্ডাস্ট্রিতে বলা হয় জব রেডি তা নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হয়েছে তা এখনকার জন্য যথেষ্ট নয়। তার মতে, ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে এই ফাঁকও কম বড়ো সমস্যা নয়। এখনই এদিকে নজর না দিলে যতদিন যাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের একটা বড়ো অংশ শিক্ষাশেষে কাগুজে সার্টিফিকেট নিয়ে পেশাক্ষেত্রে কেবল ব্যর্থতারই সম্মুখীন হবেন, কারণ বাস্তব চাহিদার ক্ষেত্রে ওই কাগজের আদতে কোনো মূল্যই নেই।

লেখা ৭

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার হালহকিকত (প্রথম ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া। প্রচণ্ড গরমে আধপোড়া অবস্থাতেই বসে শোনা যাচ্ছে এই আছড়ে পড়ল বলে প্রবল সাইক্লোন। কিন্তু কেন এই আচমকা আবহাওয়ার পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের পিছনে কাজ করছে কি কোন প্রাকৃতিক বিষয় ? নাকি এসবই আমাদের নিজেদেরই অপসিদ্ধান্তের ফল ? এসব নিয়ে শুরু হল নতুন ধারাবাহিক। আগামী কয়েকটি সংখ্যায় চলুন বুঝে নিই এই বদলের পেছনের চেহারাটাকে। এই সংখ্যায় রইল এই প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত...

গত শতাব্দীর ছয়ের দশক। গভীর সমুদ্রের মাঝে এক জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে এক যাত্রী সমুদ্রের গাঢ় নীল জলের শান্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছেন প্রকৃতির কী অপরূপ মহিমা! সূর্যের আলো ঝলমলে দিনে শান্ত সমুদ্রের মাঝে জল কেটে এগিয়ে চলছে জাহাজ। বেশ কিছুক্ষণ শোভা দেখার পর তিনি অবাক হয়ে দেখলেন কোথা থেকে হাজির হয়েছে এক প্রজাপতি, নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে জাহাজের ডেকের আশেপাশে। এই শান্ত পরিবেশে চমৎকার মানিয়েছে যেন প্রজাপতিটিকে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল জাহাজের এক খালাসির ডাকে, “স্যর, চা কি এখানেই দেব?”, যাত্রী বললেন, “না, ভিতরে চল”।

চা পানের পর ঘন্টা পাঁচেক কেটে গেছে। জাহাজ যেন একটু বেশী দুলছে! কেবিন ছেড়ে যাত্রী ডেকে বেড়িয়ে দেখেন আকাশ কালো করে এসেছে বড় ঢেউ উঠছে। ভাবছেন এই তো কিছু আগে চমৎকার রোদ ঝলমলে দিন ছিল, একি হল। চেয়ে

দেখলেন পাশে জাহাজের ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? ক্যাপ্টেন বললেন, ঠিক বলতে পারব না, তবে বড়সড় ঝড় উঠবে বলেই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে ডেকের সব কিছু ভিজিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন বললেন, কেবিনে চলে যান, নয়তো বিপদে পরবেন। কেবিনে ফিরে আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভয়ংকর এক ঝড় আছড়ে পড়ল জাহাজের ওপর। বিশাল ঢেউ জাহাজকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে। প্রাণের আশা ত্যাগ করে যে যার মতো নিরাপদ জায়গায় অপেক্ষা করছে ঝড়ের তাণ্ডব থেকে বাঁচতে। ঘন্টা দেড়েক পর ঝড় থামল। শান্ত হল সমুদ্র।

এটা কোনো গল্পের শুরু বা মাঝের কোনো ঘটনা হতেই পারত। কিন্তু গল্পটা শেষ করতে পারছি না। পাঠক তাঁর মতো করে ভেবে নেবেন। এই কাহিনি অবতারণার উদ্দেশ্য ভিন্ন। গল্পের এক জায়গায় একটি প্রজাপতির কথা বলেছি। একটি তত্ব বলছে ঐ প্রজাপতিটিই ঝড়ের কারণ ! ভিরমি খাওয়ার জোগাড় ! ১৯৬০ সালে আবহাওয়াবিদ এডোয়ার্ড লরেঞ্জ প্রথম বলেছিলেন এই “বাটারফ্লাই এফেক্ট” –এর কথা। তুচ্ছ একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আবহাওয়ার বিশাল পরিবর্তন করতে পারে। একটি প্রজাপতির মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর নড়াচড়ায় একটা টাইফুনের মতো সাংঘাতিক ঝড় বয়ে যেতে পারে। এটিকে বলা হয় ক্যাওয়াস তত্ব। বর্তমানে এই তত্বের প্রয়োগ করছে নাসা তাদের উৎক্ষেপিত স্যাটেলাইটের গতিপথের সঠিক দিশা জানার জন্য।

আবহাওয়ার হালহকিকত জানার জন্য আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বৈজ্ঞানিকদের কাছে সেই অর্থে খুব বেশি যন্ত্রপাতি ছিল না। এই কারণে আবহাওয়াবিদদের দেওয়া আবহাওয়া পূর্বাভাস নিয়ে বহু মজার কাহিনি বিশ্ব জুড়ে প্রচলিত ছিল।

যুগ পাল্টেছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে আছে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, আছে আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট, সুপার কম্পিউটার। হাইস্পিড ইন্টারনেটের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবীর আবহাওয়া সংক্রান্ত বহু ডাটা সুপারকম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবানী প্রায় নিখুঁত ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন আজকের আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। আপনি যদি উৎসাহী হন, আপনিও এই সমস্ত ডাটার অনেকটা নিয়মিত সংগ্রহ করে সেল্ফমেড আবহাওয়াবিদ হতে পারেন এবং পরিচিত বন্ধু মহলে সখের আবহাওয়াবিদ হয়ে উঠতে পারেন। আবহাওয়া সংক্রান্ত অনেক অ্যাপ আছে। তাদের সাহায্যে আপনার মুঠোফোন হয়ে উঠেতে পারে একটা আবহাওয়া গণক।

সুপারকম্পিউটার এবং আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটের ব্যাপক প্রয়োগের আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে প্রচুর অসংগতি দেখা যেত। প্রযুক্তির উন্নতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গেসঙ্গে যত দিন যাচ্ছে তত নিখুঁত হচ্ছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

দ্বিতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ।

লেখা ৮

হিট ওয়েভে অযথা আতঙ্কিত হবেন না

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

গরমে সবাই নাজেহাল। গ্রীষ্মকালে গরম তো হবেই। কিন্তু সেই গরম যখন সহ্যর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখনই দেখা দেয় নানা সমস্যা। গরম থেকে যে সব সমস্যা হতে পারে সেগুলি হল, হিট র‍্যাশেস, ক্র্যাম্পস, হিট এক্সহশন, হিট স্ট্রোক ইত্যাদি । বাচ্চা বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে ,বা যাঁদের অন্যান্য রোগ, যেমন ডায়াবেটিস, উচচ রক্তচাপ, হার্টের অসুখ প্রভৃতি আছে, তাঁদের এগুলি বেশি হয়। কৃষক, নির্মাণকর্মী, ট্রাফিক পুলিশ, মিলিটারি, অ্যাথলিট প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্রে সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। শোনা যাচ্ছে এই হিট ওয়েভ আরো কিছুদিন হয়ত চললেও চলতে পারে। এই গরমে কীভাবে সুস্থ থাকবেন, অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করবেন রইল তার পরামর্শ ।

লক্ষণ :

✔ হিট র‍্যাশেস হলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি ও লাল দাগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত গরম ও ঘামের ফলে স্বেদগ্রন্থি বন্ধ হয়ে গেলে এই অবস্থা হয়।
✔ হিট ক্র্যাম্পস হলে শরীরে ব্যথা, বিক্ষেপ বা ক্র্যাম্প দেখা দেয়।

✔ হিট এক্সহশনে শরীর প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীর শুকিয়ে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, জোরে নিশ্বাস পড়ে।
✔ হিট স্ট্রোকে রোগি প্রায় অজ্ঞান বা সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা থাকেন, রক্তচাপ ভীষণ কমে যায়, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। গরমের তীব্রতা ভেদে এই সব সমস্যা হতে পারে। আবার অত্যধিক গরমে ডায়রিয়ার সমস্যাও বেশি দেখা যায়।

<u>চিকিৎসা :</u>

✔ হিট র‍্যাশেস হলে ঠান্ডা জায়গায় চলে যেতে হবে, ঠান্ডা কম্প্রেস করতে হবে । ল্যাক্টোক্যালামাইন লাগানো যেতে পারে।
✔ হিট ক্র্যাম্পস হলেও ঠান্ডা জায়গায় চলে যেতে হবে, প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটস খেতে হবে।
✔ হিট এক্সহশন ও হিট স্ট্রোকের ক্ষেত্রেও প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটস দিতে হবে। হিট স্ট্রোকে স্যালাইনও দিতে হতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। হাসপাতালে ভর্তিরও প্রয়োজন হতে পারে।

যাতে এই সব সমস্যা না দেখা দেয়, তার জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গরমের মধ্যে বেশি পরিশ্রম করা যাবে না, হাল্কা পোশাক পরতে হবে, ছাতা ব্যবহার করতে হবে । গরমের সময় প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইটস সঙ্গে রাখতে হবে। তরমুজ জাতীয় রসাল ফল খাওয়া ভালো। মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। বাচ্চা বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে , অথবা যাঁদের বিভিন্ন রোগ আছে, তাঁরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। সমস্যা হতেই , তবে তার প্রতিকার অবশ্যই আছে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে এই প্রবল গরমেও সুস্থ থাকুন।

শুরু হল ‘সুর-মূর্ছনা’

নিজস্ব প্রতিবেদন

পথচলা শুরু হল ‘সুর-মূর্ছ না’ -র। বাংলা নতুন বছরে ‘সুর-মূর্ছনা’ -র তরফে আপামর বাঙালি শ্রোতাদের জন্য ওঁদের উপহার ‘আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও ’ । অসামান্য এই সাংগীতিক উপহার প্রকাশ পেয়েই সাড়া জাগিয়েছে শ্রোতা মহলে। দক্ষিণ কলকাতার ‘প্রভাত সংঘ’ সাংস্কৃতিক ক্লাব-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা এই আয়োজনের প্রেক্ষিতে কথা হচ্ছিল ‘সুর-মূর্ছনা’ -র অন্যতম সংগঠক রিনি পণ্ডিতের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন দশজন গৃহবধূকে নিয়ে এই সংগঠনের গড়ে ওঠার কাহিনি। তিনি বলছিলেন , ‘২০২২-এর মে মাসে হঠাৎ শ্রদ্ধেয়া স্বপ্না ঘোষ ফোন করে বললেন, আমাদের প্রভাত সংঘ ক্লাব রবীন্দ্র- নজরুল জয়ন্তী পালন করতে চায়। তাই তোমার সাহায্য চাই। যদিও আমাদের ক্লাবে যোগ ব্যায়ামের ক্লাস হয়, কিন্তু কয়েকজন মেয়েকে তোমায় গান শেখাতেই হবে। আমিও সানন্দে রাজি হয়ে যাই। শুরু হল গানের তালিম দেওয়া। নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠানে আমার বন্ধুরা এত সুন্দর সংগীত পরিবেশন করল যে, সবাই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন।’

তিনি জানালেন, ‘সেই থেকে সবার সঙ্গে আমার গাঁঠছড়া বাঁধা হল। অনেক আলোচনার পরে নাম দেওয়া হল – প্রভাত সংঘের ‘সুর- মূর্ছনা’ । আর আমাদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের নাম দেওয়া হল ‘গানের তরী’ । এটা আমাদের শুধুমাত্র গানের গ্রুপ নয়, এ যেন পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের ভালোবাসায় আবদ্ধ হওয়ার এক মিলন সেতু, পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর নির্ভরতার এক নজিরবিহীন নিরলস মূর্ছনা ––– গানের সুরের মতোই। ক্লাসে একজন না এলেই সবাই তার অভাব অনুভব করি। হ্যাঁ, আমাদের গানের গ্রুপ সময়ের হিসেবে এখনো নিতান্ত এক শিশু বা চারা গাছ, আকাশের দিকে মাথা তুলছে মহীরুহের ভিড়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই, আর অচিরেই তা একদিন মহীরুহে পরিণত হবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।’

প্রত্যেকেই গৃহবধূ, তবে ঘরসংসারেই কেবল আটকে থাকতে চান না তাঁরা। বললেন, ‘এবার আসি ক্লাবের সদস্য দাদা এবং ভাইদের প্রসঙ্গে। প্রথম থেকেই তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে যেভাবে আমাদের সাহায্য করে চলেছেন, তার জন্য আমরা ওঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। একটা ক্লাব যে ইচ্ছে করলে সুস্থ সুন্দর একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি করতে পারে আজকের দিনেও – প্রভাত সংঘ তার অনন্য নিদর্শন। এইভাবে সকলের নিরন্তর উৎসাহ আমাদের আরো উৎসাহিত করে তুলছে রোজ। সবার উৎসাহে আমরা একটা ইউটিউব চ্যানেলও খুলেছি। যাতে এবারের বাংলা নববর্ষে আমাদের প্রথম নিবেদন , এই ‘আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও’ । অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি আমরা আর তাই আগামী সময়ে আপনাদের সবার শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় আরো নতুন গান শোনানোর আশা রাখছি। সবাই এই ভাবেই পাশে থাকবেন ‘সুর-মূর্ছনা’ -র।’ আশা করা যাক আগামী সময়েও বাঙালি শ্রোতারা এই ইউ টিউব চ্যানেলকে বিনোদনের সাংগীতিক পথচলায় সর্বতোভাবে পাশে পাবেন।

লেখা ১০

সময়কে ফিরে দেখার ‘জুবিলি’

শাশ্বতী মজুমদার

‘রয় টকিজ’ –এর মালিক শ্রীকান্ত রয়ের জন্ম কলকাতার অভিজাত পরিবারে, পড়াশোনা জার্মানিতে। সুমিত্রা কুমারী রয় টকিজের সমান অংশীদার, বিখ্যাত অভিনেত্রী এবং শ্রীকান্ত রয়ের স্ত্রী। ‘জামশেদ খান অ্যাজ মদন কুমার স্ক্রিন টেস্ট’ তারিখটা ছিল ৬/৭/১৯৪৭। এই পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে একের পর এক অডিশন নেওয়া হয়েছে রয় টকিজে, প্রযোজক শামশের ওয়ালিয়া টাকা লাগিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু ‘সংঘর্ষ’ সিনেমার জন্য মদন কুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না। অসংখ্য সফল চলচ্চিত্রের নির্মাতা, একের পর এক সফল অভিনেতা দিয়েছেন বোম্বে ফিল্ম জগতকে যে শ্রীকান্ত রয় এবারের মতো তাঁর মদন কুমারের খোঁজ হয়ত শেষ হয়েছে। কারণ তিনি তিন মাস আগে রয় টকিজের সঙ্গে চুক্তি করতে লখনৌ শহরে তাঁর দুই উকিল এবং সুমিত্রা কুমারীকে পাঠিয়েছেন। ওই শহরের অবোধ থিয়েটারে জামশেদ খান নামের এক দুঁদে মঞ্চ অভিনেতা কাজ করেন। আর নিজে তাঁর নিজস্ব সিনেমা হলে তাঁর ১৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে সব থেকে বিশ্বস্ত বিনোদ দাসকে নির্দেশ দিয়ে বারবার জামশেদের স্ক্রিন টেস্ট রান করান, থামান আবার চালান। অপেক্ষা চলে, চলে তাঁর কৌশলী ব্যবসায়ী বুদ্ধির আরও নানান খেলা।

১৮/৭/১৯৪৭, অবোধ থিয়েটার থেকে চার্বাক স্টেশনে যেতে টাঙ্গা পায় না জামশেদ, কারণ কার্ফু শুরু হবে, সুন্দর ক্যাটারিং সার্ভিসের মালিক সুন্দর তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে গাড়ির দরজা খুলে দেন। রতলাম জংশনে ট্রেন থামার খবর সুমিত্রা কুমারীকে জানানো হয়। নারায়ণ খান্নার করাচির খান্না থিয়েটার দাঙ্গাবাজরা জ্বালিয়ে দিলে তিনি পরিবার নিয়ে ভারতের বোম্বে বন্দরে নামেন, দিনটা ছিল ৩/৮/১৯৪৭। ভারত স্বাধীন হয়ে যায়। সেই রাতে বোম্বের সিনেমা জগতের রথীমহারথীরা দারুণ পার্টি করেন ম্যাজেস্টিক হোটেলে। নীলুফার দূর থেকে দেখে মদন কুমারকে, সেও স্বাধীন হয়ে নিজের অর্থে নিজের শর্তে সারারাত ঘোরে বোম্বে শহরে। জয় খান্না ওই রাতেই প্রথমবার জেলে যায় গুদামের দায়িত্বে থাকা রঘুকে হত্যার চেষ্টা করায়।

চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের দশকের শুরু এই সময়কালের মধ্যে আবর্তিত বিক্রমাদিত্য মটওয়ানে পরিচালিত ১০ এপিসোডের অ্যামাজন প্রাইমের টিভি সিরিজ ‘জুবিলি’ । বিক্রমাদিত্যের কাজের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা জানেন ‘উড়ান’ , ‘লুটেরা’ , ‘ট্রাপ্ড’ , ‘ভবেশ যোশী সুপার হিরো’ , ‘একে ভার্সেস একে’ , ‘সেক্রেট গেম’ ---- একের পর এক অসাধারণ সিনেমা, সিরিজ তিনি নির্মাণ করেছেন। এবারেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, আন্দোলন প্রডাকশন প্রযোজিত এবং ফ্যান্টম স্টুডিও ও রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্টের সহায়তায় নির্মিত এই সিরিজ দর্শককে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য করেছে বোম্বে টকিজের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের কথা যখন মানুষ সিনেমা হলে গিয়ে বড়ো পর্দায় সিনেমা দেখতেন, সিনেমা চলার সঙ্গে সিলভার জুবিলি, গোল্ডেন জুবিলি শব্দগুলো ভীষণ পরিচিত ছিল। আজকের মানুষ অনেকদিন পর পাগল হয়ে খুঁজছেন সিপিয়া টোনে বোনা এই ১০ ঘন্টার ১০টি পিরিয়ড ফিল্ম জ্যাঁর সিরিজ ‘জুবিলি’ র প্রতিটি চরিত্রকে। কারণ অতুল সাভারওয়াল বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের দিকপাল প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা অভিনেত্রীদের চরিত্রকে ওভারল্যাপ করিয়ে এমন কতগুলো চরিত্র ও ঘটনার কথা এর কাহিনি ও চিত্রনাট্যে লিখেছেন যাঁদের কখন মনে হবে এই চিনে ফেলেছি আবার মুহূর্তে দেখবেন অন্য কোনো চরিত্রে সে ঢুকে যাচ্ছে। তাই শেষপর্যন্ত চেনা নামের একটা রিং তৈরি হবে – হিমাংশু রায়, দেবিকরানি, অশোক কুমার, পৃথ্বীরাজ কাপুর, দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, নলিনী জয়বন্ত, মধুবালা, নার্গিস, চেতন আনন্দ, রাজ কাপুর, কামাল আমরহি··· অন্বেষণ থামবে না। এছাড়াও বিক্রমাদিত্য অসামান্য শিল্প প্রতিভা দেখিয়েছেন সেইসময়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, বোম্বে সিনেমা জগতের বিপুল পরিচিতিকে তাদের প্রচারের জমি হিসেবে ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে শিবির বিভাজনের ঘটনাকে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে।

এই সিরিজ আসলে ভারতীয় তথা হিন্দি সিনেমার প্রতি বিক্রমাদিত্যের অসীম ভালোবাসার গল্প, যে লার্জার দ্যান লাইফ জগতটাকে আজকের দর্শক ভুলে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে সেই গানগুলোকে যা একসময় দিনের পর দিন বছরের পর বছর কর্মক্লান্ত মানুষের পথ চলার সময় রেডিওতে বেজেছে। যাকে নতুন করে তুলে ধরেছেন কৌশর মুনির তাঁর গীত রচনায় এবং অমিত ত্রিবেদী তাঁর সংগীত পরিচালনায়। অলকানন্দা দাশগুপ্তর আবহসংগীত সেই টাইম মেশিনের অনিবার্য সুইচ যাকে ছাড়া এই পরিক্রমা অসম্ভব ছিল। একটা ভালো কাজ আসলে চোখে আঙুল দিয়ে যেটা দেখায় তা হল দলগত যোগদান বা অংশ গ্রহণ, যা এই সিরিজে বারবার দর্শককে আকর্ষণ করছে। প্রযোজনা পরিকল্পনা, সম্পাদনা, ক্যামেরা, আলোকচিত্র, পোশাক পরিকল্পনা, রূপসজ্জা কোথাও কোনো গাফিলতি নেই। প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়, রাম কাপুর, অদিতি রাও হায়দারি, অপারশক্তি খুরানা, নন্দিস সিং সিন্ধু, সিদ্ধান্ত গুপ্তা, ওমিকা গাবে এই সিরিজের প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রী যাঁদের নিখুঁত দক্ষ অভিনয় নিয়ে দর্শকরা বহুকাল আলোচনা করবেন। সেক্রেট গেমের মতোই ‘জুবিলি’ র ইস্টার এগ সংলাপ বাসে ট্রামে মেট্রোতে রিলে এমন ছড়িয়ে গেছে কান পাতলেই শুনতে পাবেন ‘খান কভি হিরো নেহি বান সকতে’ কিংবা ‘স্টার বানায়া হ্যাঁয় স্টার বানকে রহে অ্যাকটার বাননেকি কোশিশ মত কর’ …। হিন্দি সিনেমার জগৎ দেখিয়েছে ধর্ম-দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, পাশ্চাত্যের দেশগুলোর চাপ, জাতি পরিচয় কোনটাই এ যাত্রাকে থামাতে পারেনি, পারবে না, দ্য শো মাস্ট গো অন। ‘জুবিলি’ থাকছে, বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানি থাকছেন। সর্বোপরি সিনেমা থাকছে।

লেখা ১১

এবারের আইপিএল - জিতবে সে-ই যার ধারাবাহিকতা বেশি

প্রসেনজিৎ মজুমদার

এ এক চলমান সময়ের শব্দময় ছবি। আইপিএল এই গ্রহের অন্যতম বিনোদন মাধ্যম। ক্রিকেটের ক হয়তো পাবেন না কিন্তু বিনোদনের ব পাবেন পুরোমাত্রায়। এই আইপিএল হল গরমকালের ক্রিকেট আমোদের অন্যতম আমোদ যা হয়ে চলেছে গত পনের বছর ধরে আমাদের দেশে। এবারের আইপিএল শেষ হবে বৈশাখের শেষে, কিন্তু কে জিতবে এবারের আইপিএল ? প্রশ্নটা উঠছে উঠেছে। আমাদের পাড়ার এক দাদা বলেছেন 'যেই জিতুক আমারও কিছু না তোরও কিছু না। ' হবেও বা, তবে ক্রিকেট উন্মাদ ভারতের কাছে হয়তো দিনযাপনের যন্ত্রণা থেকে ভুলে থাকার শেষ অহিফেন। তবে এবারের আইপিএলের একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে সেটা হল কে জিতবে সেটা বলা খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কেন ? না, মোটামুটি প্রায় সব দলই দেখা যাচ্ছে কমবেশি একমানের। জিতবে সেইই যার ধারাবাহিকতা বেশি।

এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে অন্তত চারটে দল জিততেই পারে আইপিএল – মুম্বাই, রাজস্থান, গুজরাট, লক্ষনৌ। প্লে অফে যাবে চারটে দল। সেটা এই চারটে দলের সম্ভাবনাই সব থেকে বেশি। আর কেকেআর অর্থাত কলকাতা নাইট রাইডার ? বিরাট অঘটন না ঘটলে নয়। কলকাতার দলের ওপর থেকে কি তাহলে মুখ ফিরিয়েছে বাঙালি ?

‘অবশ্যই’ বললেন অনুপম দত্ত, যার কেকেআর প্রেম সর্বজনবিদিত। উনি বললেন, ‘বাংলা এবার রঞ্জিতে রানার্স আপ হল অথচ সুদীপ ঘরামি ছাড়া কোন বাঙালি দলে নেই? তাও ওকে নিয়েছে অনেকটা বাধ্য হয়েই। অথচ দেখুন মহম্মদ সামি, অভিষেক পোড়েল, আকাশ দীপ, ঋদ্ধিমান সাহা, শাহবাজ আহমেদ, মুকেশ কুমার অন্য দলের হয়ে খেলছে। এছাড়াও অভিমন্যু ঈশ্বরন, ঈশান পোড়েল কোনো দল পায়নি। সেই জন্যই ইডেনে ধোনি বা বিরাটের দলের জন্য গলা ফাটিয়েছে বাঙালি।’ আর একজন সমর্থক বললেন ‘ সেই অর্থে কোন তারকা কিনতে পারেনি কেকেআর এবং অনেক জেতা ম্যাচ মাঠে রেখে এসেছে। ‘অথচ এবছর যে কজন খেলোয়ার ব্যাক্তিগত ভাবে ভাল খেলেছেন তাদের মধ্যে রিঙ্কু সিং,সুয়াশ শর্মা,ভেঙ্কটেশ আইয়ার ,জেসন রয়,শার্দুল ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে ভালো খেলেছেন। তবে বিরাটের আরসিবি বা ধোনির সিএসকে কি ভাল খেলছে? এর উত্তরও কিন্তু না। বিভিন্ন দলের খেলোয়ারদের মধ্যে যশস্বী জয়সোয়াল,সূর্য কুমার যাদব, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন প্রমুখ ভাল খেলেছেন। আর কলকাতার রিঙ্কু সিং পরপর পাঁচ বলে পাঁচটা ছয় মেরে দলকে জিতিয়েছেন আবার অন্য দলের মোহিত শর্মা শেষ ওভারে চার উইকেট নিয়ে দলকে জিতিয়েছেন। সাপলুডোর খেলার মতো কখনও এক দল এগিয়েছে কখনও পিছিয়েছে–এই নিয়ে আইপিএল একমাস ধরে দর্শককে মজিয়ে রেখেছে।

আরেক প্রাক্তন খেলোয়াড় বললেন, ফাইনালে উঠবে মুম্বই ইন্ডিয়ানস। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হবে কে? উনি এবার বললেন ‘শোন ব্রাদার, ক্রিকেট খেলায় শেষ বল না হওয়া পর্যন্ত কোন ভবিষ্যত বাণী করতে নেই। এই যে মুম্বই ফাইনাল পর্যন্ত যাবে যে বললাম সেটাও যথেষ্ট ঝুঁকিনিয়েই।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন